টুঙ্গিপাড়ায় বিভিন্ন সড়কে অবরোধ, থমথমে পরিস্থিতি



ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় থানা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরও উত্তেজনা কমেনি। বুধবার (১৮ নভেম্বর) সকাল থেকে উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ও বাজারের মোড়ে অবরোধ চলছে। এতে ঢাকা-পিরোজপুর, ঢাকা-টুঙ্গিপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, নীলফা বাজার, মালেকের দোকান, রামচন্দনপুর, সিঙ্গিপাড়া, গিমাডাঙ্গা নতুন বাজার ও পাটগাতী বাসস্ট্যান্ডসহ বিভিন্ন স্থানে গাছের গুঁড়ি, বাঁশ ও বিদ্যুতের খুঁটি ফেলে সড়ক আটকে রাখা হয়েছে। কোথাও পুলিশের চেকপোস্টের বক্সও ফেলা হয়েছে। এতে যাত্রীরা পথে আটকা পড়ছেন, অনেকে বিকল্প পথে চলাচল করছেন।

স্থানীয়রা জানান, সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বড় কোনো মিছিল দেখা যায়নি। তবে ১০টার পর পাটগাতী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপস্থিতি দেখা যায়। সেখানে মাইকে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ প্রচার, স্লোগান ও সড়ক অবরোধ করা হয়।

এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাটগাতী বাসস্ট্যান্ড থেকে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে লোকজন জড়ো হন। একপর্যায়ে টুঙ্গিপাড়া থানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। থানা থেকে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বের করে নেওয়ার পাশাপাশি পুলিশের গাড়িতেও আগুন দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের দাবি, ওই রাতে থানা, নীলফা বাজার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বহরে হামলায় মোট ১০টি গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। একই রাতে গোপালগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য এস এম জিলানীর বাড়িতেও হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। অবরোধে রোগী, দূরপাল্লার যাত্রীসহ সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়েছেন।